দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 MAY 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

৩৭

দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা
ঢাকা : মঙ্গলবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ : ১৯শে মে, ১৯৮৭

শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা

"আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারি, তাহলে দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো।"—একথাগুলো বলেছেন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের নেতারা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ প্রত্যয় প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শিক্ষার মানোন্নয়নের সর্বাত্মক প্রয়াস চালানোরও আহবান জানান শিক্ষক প্রতিনিধিদের প্রতি। প্রেসিডেন্টের এই উক্তি ও আহবানে সময়ের এক বড় দাবির উপরই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। বস্তুত সুখী ও সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে শিক্ষার বিকাশ।

আলোচনায় প্রেসিডেন্ট শিক্ষার বিকাশের স্বার্থে তাঁর সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এতে আছে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের বৃদ্ধি; শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের সম্প্রসারণ প্রভৃতি। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার শিক্ষার উপযুক্ত আবহ তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন, প্রমাণ রেখেছেন এমন আগ্রহের যাতে এব্যাপারে সন্দেহের অন্তত অবকাশ নেই যে, দরকার হলে সরকার শিক্ষার স্বার্থে অধিকতর দায়িত্ব বহনে প্রস্তুত। কিন্তু এর পরও শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত অগ্রগতির কোনো আভাস দেখা যাচ্ছে না। আদতে অগ্রগতির বদলে ক্রমাবনতিই ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এ পরিস্থিতি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শিক্ষকেরাই শিক্ষাঙ্গনের মূল নেতা। শিক্ষার সাফল্য আর ব্যর্থতা সবই প্রধানত শিক্ষক সমাজের ওপরই নির্ভর করে। আমরা বাইরের পরিস্থিতির প্রভাব কিংবা মহলবিশেষের ভূমিকার প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করছি না। তবে বাইরের শক্তি কিংবা পরিস্থিতির প্রভাব সর্বাবস্থায়ই শিক্ষকদের সতর্কতার ওপর নির্ভর করে। তাদের প্রতিরোধ কিংবা প্রশ্রয়ের পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা কি দাঁড়াবে। শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ আর শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারটিতে তাই শিক্ষকদেরই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের পরিস্থিতিতে যেটুকু হতাশা জন্ম নিয়েছে, তার বহুলাংশ সম্ভব হয়েছে শিক্ষক সমাজেরই ঔদাসীন্যের ফলে। আশার শেষ আলো নিভে যাওয়ার আগে এতে শিক্ষকদেরই পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে শিক্ষকদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকদের কাছেই প্রত্যাশা করেছেন এক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব। প্রেসিডেন্টের প্রতিটি উক্তিতে তাঁর আন্তরিকতা আর গোটা জাতির উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা আশা করব, আমাদের শিক্ষক সমাজ এ আহবানের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন না, দ্বিধান্বিত হবেন না উপযুক্ত উদ্যোগ নিতে। সংকটকালে গৃহীত উদ্যোগই নেতৃত্বের মান প্রমাণ করে।